ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

অভিনয় ছাড়াও যে কাজ করে অর্থ উপার্জন করেন ক্যাটরিনা

পৃঃ ৫

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

লিভারপুল ছাড়ছেন সালাহ?

পৃঃ ৬

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ২৪৫ ● কলকাতা ● ২১ ভাদ্র, ১৪৩১ ● শনিবার ● ০৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

পার্থ, অর্পিতার অপা'র কথা মনে করিয়ে দিলেন সন্দীপ ঘোষ !

ক্যানিংয়ে সন্ধান মিলল 'সঙ্গীতাসন্দীপ' ভিলার!

নুরসেলিম লস্কর, ক্যানিং : নিউজ সারাদিন : পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও অর্পিতার মুখার্জির যৌথ সম্পত্তি বোলপুরের শান্তিনিকেতনের 'অপা'র স্মৃতি উস্কে এবার তেমনি এক বিলাস বহুল সম্পত্তির হদিশ মিলল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ে। তবে এই সম্পত্তি কোন রাজনৈতিক নেতা কিংবা মন্ত্রীর নয়। এই সম্পত্তির মালিক চিকিৎসক দম্পতি সন্দীপ ঘোষ ও সঙ্গীতা ঘোষ! ক্যানিংয়ের ২ নং ব্লকের নারায়ণপুরের কয়েকশো বিঘা জমির উপরে রয়েছে 'সঙ্গীতাসন্দীপ' ভিলা নামের এক বিলাসবহুল বাড়ি । যা কিনা আর জি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষের নামে বলেই দাবি স্থানীয় বাসিন্দাদের।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং ২ নম্বর ব্লকের ঘুটিয়ারি শরিফ এলাকার নারায়ণপুর মৌজাতে রাজনৈতিক প্রভাব খাঁটিয়ে কেনা হয়েছে কয়েকশো বিঘা জমি। সেখানে আবার তৈরী করা হয়েছে একটি বাংলো বাড়ি । সেই সঙ্গে স্থানীয় কিছু যুবক সেখানে আবার তৈরী করে ফার্ম হাউসও । কিন্তু এই সমস্ত কিছুই নাকি চলতো সদ্য কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা সিবিআই এর হাতে গ্রেফতার হওয়া আর জি কর মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের নির্দেশে।

প্রসঙ্গত, সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে সরকারি অর্থের অপচয়, মেডিকেল কলেজে ভেন্ডর নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্বজনপোষণ, চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ ছাড়াও বায়োমেডিক্যাল বর্জ্য নিয়ম বহির্ভূতভাবে বিক্রি করে দেওয়া-সহ একাধিক অভিযোগ করেছিলেন আর জি করের প্রাক্তন ডেপুটি সুপার আখতার আলি। আর সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে সিবিআই এবং ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তারও করা

এরপর ৩ পাতায়

সোমবার সমস্ত বিধায়ক ও মন্ত্রীদের নিয়ে

বৈঠক ডাকতে চলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : আরজিকর আবহেই উচ্চপর্যয়ের বৈঠক ডাকলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার দুপুর একটা থেকে প্রশাসনিক রিভিউ বৈঠক ডাকলেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের সব দফতরের মন্ত্রীকে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। সব দফতরের মন্ত্রীদের পাশাপাশি সব দফতরের সচিবদেরও উপস্থিত থাকতে হবে বলে নির্দেশ জারি করা হয়েছে।ওই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন রাজ্য পুলিশের ডিজি, এডিজি আইনশৃঙ্খলা ও কলকাতা পুলিশের পুলিশ কমিশনার। বিভিন্ন দফতর ধরে ধরে পর্যালোচনা করবেন ফের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্ন সূত্রে এমনই খবর।

এদিকে, সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী-স্বাস্থ্যসচিব বৈঠকও হয়েছে নবান্নে। মূলত স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী-স্বাস্থ্য সচিব বৈঠক হয়েছে জানা গিয়েছে। রাজ্যজুড়ে হাসপাতালগুলিতে পরিষেবা কেমন চলছে? স্বাস্থ্য সচিবের থেকে জেনে নেন মুখ্যমন্ত্রী, সূত্রের খবর এমনই।

কোন কোন হাসপাতালে কোথায় কোথায় পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে? অস্ত্রোপচার সব জায়গায় হচ্ছে? প্রত্যেকটি হাসপাতালে সিনিয়র চিকিৎসকদের উপস্থিতি কেমন? স্বাস্থ্য সচিবের থেকে জানতে চান মুখ্যমন্ত্রী।

অপরাজিতা বিলের ছাড়পত্র এখনই

রাজভবন দেবেনা ইঙ্গিত দিয়েছেন রাজ্যপাল

বেবি চক্রবর্ত্তী : নিউজ সারাদিন : রাজ্যপাল সি বি আনন্দ বোস ইঙ্গিত দিয়েছেন রাজ্য বিধানসভায় পাস হওয়া, 'অপরাজিতা' বিলের ছাড়পত্র এখনই রাজভবন দেবেনা।

"এই বিলের সঙ্গে রাজ্যের তরফে কোন টেকনিক্যাল রিপোর্ট পাঠানো হয়নি।, যা বিলে ছাড়পত্র দেওয়ার জন্য জরুরী। সেটা জানা সত্ত্বেও রাজ্য কোন টেকনিক্যাল রিপোর্ট পাঠায়নি" এমনই দাবি করেছেন রাজ্যপাল। রাজ্যপাল আরো বলেন, " বাংলার অপরাজিতা বিল নতুন কিছু নয়। অন্ধ, অরুণাচল, মহারাষ্ট্রের নারী সুরক্ষা বিলের অনুকরণ মাত্র। এই বিলগুলি এখন রাষ্ট্রপতির কাছে পড়ে রয়েছে। সেটা জানা সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রী ইচ্ছাকৃতভাবে এইরকম বিল এনেছেন"। রাজভবন তরফে এক বিবৃতি দিয়ে বলা হয়েছে " বিলের সঙ্গে তার টেকনিক্যাল রিপোর্ট পাঠানোটা রাজ্য সরকারের কর্তব্য। রাজ্য সরকার সেটা পাঠায়নি।, এই প্রথমবার নয় এর আগেও একাধিকবার টেকনিক্যাল রিপোর্ট না পাঠিয়েও বিল আটকে রাখার জন্য রাজভবনকে দুষেছে রাজ্য সরকার"। এই বিবৃতিতে আরো বলা হয়েছে " রাজ্যপাল এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। এবং জানিয়েছেন বিল পেশের আগে আরো হোমওয়ার্ক করা উচিত রাজ্যের"। রীতি অনুযায়ী যে কোন বিল পাস হবার পর সেটা রাজ্যপালের কাছে পাঠানো হয় স্বাক্ষর করার জন্য। রাজ্যপাল যদি স্বাক্ষর করে দেন তাহলে সেটা আইনে পরিণত হয়। আর যদি কোন বিলের সিদ্ধান্ত রাজ্যপাল না নিতে পারেন তাহলে সেটা রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হয়।। তখন রাষ্ট্রপতি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন।গত মঙ্গলবার রাজ্য বিধানসভায় সর্বসম্মতিক্রমে "অপরাজিতা

এরপর ৩ পাতায়

ডাঃ সন্দীপ ঘোষের আবেদন খারিজ করল শীর্ষ আদালত

বেবি চক্রবর্ত্তী : নিউজ সারাদিন : আর জি কর হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডাঃ সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে হাসপাতালের আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্ট সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেয়। আর সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করেই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ডাঃ সন্দীপ ঘোষ। শুক্রবার এই মামলার শুনানির শেষে সুপ্রিম কোর্ট ডাঃ সন্দীপ ঘোষের আবেদন খারিজ করে দেয়।

প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় এদিন স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দেন আর্থিক দুর্নীতি মামলায় সিবিআই যেমন তদন্ত করছে তেমনি করে যাবে। এই মুহূর্তে শীর্ষ আদালত এই সংক্রান্ত মামলার কোন হস্তক্ষেপ করবে না। এই বিষয়ে আইনজীবীদের একাংশ মনে করছেন সুপ্রিম কোর্টে বড় ধাক্কা খেলেন সন্দীপ ঘোষ।শুক্রবার প্রধান বিচারপতির ডি ওয়াই চন্দ্র চুড়, বিচারপতি মনোজ মিশ্র এবং জেবি পারদিওয়ালার বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হয়। শুনানিতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মন্তব্য করেন প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়। তিনি জানিয়েছেন, "আর্থিক দুর্নীতি নিয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে। হাইকোর্টের নজরদারিতে তদন্ত চলছে। ফলে হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই"। দীর্ঘ শুনানির পর এদিন সন্দীপ ঘোষের আবেদনকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি আদালত।

সন্দীপ ঘোষের পি এ প্রসুন চট্টোপাধ্যায়কে সুভাষগ্রাম থেকে আটক করল ইডি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আরজিকর হাসপাতালে আর্থিক দুর্নীতি মামলায়, প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডাক্তার সন্দীপ ঘোষের ঘনিষ্ঠ প্রসুন চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি তল্লাশি চালায় ইডির আধিকারিকরা। শুক্রবার সকাল থেকে দীর্ঘ তল্লাশির পর একাধিক তথ্য পাওয়া গেছে। তারপরেই প্রসূন চট্টোপাধ্যায়কে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার সুভাষগ্রাম থেকে আটক করে এনফোর্সমেন্টডিরেক্টরেট।কেন দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা প্রসূন চট্টোপাধ্যায়কে গাড়িতে তোলার আগে সাংবাদিকরা প্রসুনকে একাধিক প্রশ্ন করলে শুধু তিনি জানান যা জানার ছিল সব বলে দিয়েছি। তবে আরজিকর হাসপাতালের আর্থিক দুর্নীতির সঙ্গে সন্দীপ ঘোষ কিভাবে এবং কতটা জড়িত সেই বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে তিনি কোন উত্তর দেননি। অন্যদিকে যখন তদন্তকারীরা প্রসুনকে নিয়ে যাবার সময় প্রতিবেশীরা উই ওয়ান্ট জাস্টিস স্লোগান দিতে থাকেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য তদন্তে নেমে ইডির আধিকারিকরা সন্দীপ ঘোষের একাধিক সম্পত্তীর হদিশ পেয়েছে। যেমন সোনারপুরে বিশাল রিসর্ট,ক্যানিংয়ে বিলাসবহুল বাগানবাড়ি সবটারই মালিক সন্দীপ ঘোষ। সকাল থেকেই সন্দীপ ঘোষের বাড়ি, শ্বশুরবাড়ি, শ্যালিকার বাড়ি সহ অন্তত ৯ জায়গায় তল্লাশি চালিয়েছেন। এমনকি ইডির আধিকারিকরা হাওড়ার দুই ব্যবসায়ী কৌশিক কোলে এবং বিপ্লব সিংহর বাড়িতেও তল্লাশি চালিয়েছে। প্রসুন নিজেকে সন্দীপ ঘোষের পি এ হিসাবে দাবি করতেন। আর জি কর হাসপাতালের আর্থিক দুর্নীতি বিষয়ে বেশ কিছু ভূমিকা প্রসুনের ছিল বলে জানতে পারা গেছে।

ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ডেটা এন্ট্রি অপারেটর হিসেবে কাজ করতেন। প্রশুন চট্টোপাধ্যায়। ঘটনার দিন কেন তিনি আরজিকরের সেমিনার হলে গিয়েছিলেন সেই নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ৫ তারিখ নির্যাতিতার মা-বাবা দাবি করেছিলেন বিষয়টি ধামা চাপা দেবার জন্য নির্যাতিতার বাবা মাকে টাকা দিতে চেয়েছিলেন ডিসি সেন্ট্রাল। সিবিআইয়ের আধিকারিকরা শুক্রবার নির্যাতিতার বাড়িতে গিয়ে নির্যাতিতার বাবা-মায়ের সাথে এই বিষয় কথা বলেন।

হরিশ্চন্দ্রপুরে ব্যবসায়ীকে গুলি দুষ্কৃতীদের

হরিশ্চন্দ্রপুর: নিউজ সারাদিন : হাট থেকে বাড়ি ফেরার পথে গুলিবিদ্ধ হলেন ব্যবসায়ী। বৃহস্পতিবার রাত সাতটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে হরিশ্চন্দ্রপুরের ভেলাবাড়ি এলাকায়।গুলির শব্দ পেতেই চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়।পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,কুস্তরিয়া এলাকার বাসিন্দা শচীন পোদ্দার (৫৫) ও ছেলে ভোলা পোদ্দার (২৩) বাংলা-বিহার সীমানা এলাকায় ওয়ারীর হাট থেকে ব্যবসা করে বাইকে বাড়ি ফিরছিলেন। ভেলাবাড়ি এলাকায় ফাঁকা মাঠে বাইকে করে এসে দুই দুষ্কৃতী তাঁদের পিছু নেয়।বাইকের গতি বাড়িয়ে দুষ্কৃতীদের নাগালের বাইরে চলে যাওয়ার চেষ্টা করেন বাবা ও ছেলে। তখনই শচীনকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। তাঁর কোমরের বামদিক ভেদ করে বেরিয়ে যায় গুলি। ঘটনাস্থলেই রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন শচীন।

আশঙ্কাজনক অবস্থায় বাবাকে উদ্ধার করে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান ছেলে।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিস।রাস্তার মোড়ে থাকা সিসি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ব্যক্তিগত শত্রুতা নাকি ছিনতাই, তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। স্থানীয়দের একাংশ জানান, শচীন গাঁজার কারবারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ব্যবসায়িক লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়ে এই ঘটনা ঘটে থাকতে পারে বলে অনুমান।জখম ব্যবসায়ীর ছেলে ভোলা জানান, প্রতিদিনের মতো হাট থেকে বাবার সঙ্গে বাড়ি ফিরছিলেন।হাট থেকেই দুই ব্যক্তি তাঁদের অনুসরণ করছিল।ভেলাবাড়ি এলাকায় ফাঁকা জায়গা পেয়ে দুষ্কৃতীরা সরাসরি বাবাকে লক্ষ্য করে গুলি করে। দুজনের মুখ কালো কাপড় দিয়ে ঢাকা ছিল।চিৎকার শুনে স্থানীয়রা ছুটে যান। লোকজন দেখে দুষ্কৃতীরা সেখান থেকে চম্পট দেয়।

একটি শ্রেণি কক্ষের মধ্যে চলছে চারটি ক্লাস, ১৪ বছর ধরে ছাদহীন অবস্থায় পড়ে রয়েছে দুটি শ্রেণি কক্ষ

হরিশ্চন্দ্রপুর : নিউজ সারাদিন : ১৭০ জন পড়ুয়া,দুইজন শিক্ষিকা একটি মাত্র শ্রেণি কক্ষের মধ্যে চলছে চারটি ক্লাস।হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের তুলসীহাটা কেলাবাড়ি শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের অবস্থা বেহাল।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,২০০২ সালে কেলাবাড়ি শিশু শিক্ষা কেন্দ্রটি চালু হয়।সেই সময় তুলসীহাটা গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে ৩,৬৩,৮৮৪ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয় একটি শ্রেণি কক্ষ।এরপর ২০১০ সালে আরো দুটি শ্রেণি কক্ষ তৈরি করা হলেও এখনো পর্যন্ত শ্রেণি কক্ষ দুটির ছাদ হয়নি। অসম্পূর্ণ হয়ে পড়ে রয়েছে শ্রেণি কক্ষ দুটি।এর ফলে বাধ্য হয়েই একটি শ্রেণিকক্ষেই চলছে সব শ্রেণির পড়ুয়াদের ক্লাস।ছাদ না থাকার কারণে রৌদ্র বৃষ্টিতে কক্ষ দুটি জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে।দেওয়াল থেকে ইট খসে পড়ছে। অপরদিকে বিমের চাঙড় খসে পড়ছে। বেরিয়ে এসেছে লোহার রড।যে কোন সময় দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন শিক্ষিকারা।অবস্থা এমনই যে ওই স্কুলে ভয়ে পড়ুয়াদের পাঠাচ্ছে না অভিভাবকদের একাংশ।ক্রমেই স্কুলে কমছে পড়ুয়াদের সংখ্যা।এদিকে যে কোনও সময় দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকলেও স্কুল বিল্ডিং সংস্কারে কোনও উদ্যোগ নিচ্ছে না সংশ্লিষ্ট দফতর।যা নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়েছে।স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা সায়েদা খাতুন বলেন,স্কুলে মাত্র দুইজন শিক্ষিকা আছে।খাতা কলমে ১৭০ জন ছাত্র ছাত্রী থাকলেও ৩০-৪০ জন স্কুল আসে। ২০১০ সালে দুটি শ্রেণি কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছিল।১৪ বছর কেটে গিয়েছে।এখনো পর্যন্ত ছাদ হয়নি।একটি মাত্র শ্রেণি কক্ষের মধ্যেই ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে গাদাগাদি করে চলছে পঠনপাঠন। একটি রুমে চারটি ক্লাস হওয়ার কারণে পড়াশোনার ব্যাঘাত ঘটছে।স্কুলের শৌচালয়গুলি ভাঙাচোরা অবস্থায় পড়ে রয়েছে।স্কুলে কোনো পানীয় জলের ব্যবস্থা নেয়।মিড ডে মিল রান্নার জন্য কোনো রান্নাঘর নেই, শিক্ষিকাদের জন্য অফিস রুম নেই।অফিসের কাজ চলে শ্রেণি কক্ষের এক কোণে। আমরা ব্লক নোডাল অফিসারকে একাধিকবার সমস্যার কথা জানিয়েছি। হয়নি কোনো সমাধান।

জেলাশাসক মিডে মিলের পরিদর্শন এসে পড়ুয়াদের সঙ্গে বসে মিডে মিল খেলেন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মালদার গাজোল রামচন্দ্র সাহা বালিকা বিদ্যালয়ে পরিদর্শনে এলেন মালদা জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া । পরিদর্শনের পাশাপাশি এদিন শুক্রবার রামচন্দ্র সাহা বালিকা বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের এক সঙ্গে বসে মিডে মিলের দুপুরের খাবার খেলেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া। সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া, গাজোল জয়েন্ট বিডিও সুব্রত শ্যামল , গাজোল থানার আইসি চন্দ্রশেখর ঘোষাল, রাম চন্দ্র সাহা বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সংঘামিত্রা সাঁতরা, পশ্চিমবঙ্গ ভূমি ও ভূমি সংস্কারের উদ্বাস্তু ছেলের চেয়ারম্যান রঞ্জিত সরকার, রামচন্দ্র সাহা বালিকা বিদ্যালয়ের সভাপতি বিকাশ ভৌমিক থেকে শুরু করে আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন। এর পাশাপাশি রামচন্দ্র সাহা বালিকা বিদ্যালয়ের মিডে মিলের খাবার গুণমান যাচাই করেন। স্কুলের পড়ুয়াদের কিভাবে পরিস্কার পরিচছন্ন,তার দিকেও নজর দেন। প্রতিটা ক্লাসরুমে পরিদর্শন করেন , যাতে পড়ুয়াদের ঠিকঠাক ভাবে পড়াশোনা হচ্ছে কিনা। মিডে মিলের রান্নাঘরেও পরিদর্শন করে , বাচ্চাদের মিড ডে মিলের খাবারটা গুণগতমান যাচাই করেন । এরপর মিডে মিলের স্টোর রুমে পরিদর্শন করে , কিছু চালের শ্যামপুর নিয়ে যান। এরপর স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার সাথে কথা বলে মালদা জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া বেরিয়ে যান।

শিক্ষকদের নিয়ে বড় ঘোষণা করলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : শিক্ষকদের পেনশনে জঠিলতা কাটাতে পদক্ষেপ নিল রাজ্য। সরকারি অবসরকালীন ভাতার অন্তর্ভুক্ত হতে গেলে ন্যূনতম টানা ১০ বছর চাকরি করতে হয় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। এবার সেই নিয়মে কিছুটা ছাড় ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। এ ক্ষেত্রে টানা ৯ বছর ৬ মাস অর্থাৎ দশ বছরের নিচে কর্মজীবন থাকলেও শিক্ষা দপ্তরের ক্ষমতাবলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পেনশন স্কিমের অধীনে আনা হবে।ঘোষণা করলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। জানানো হয়, এবার থেকে কোনও শিক্ষক যদি ১০ বছর হওয়ার আগে পেনশনের অর্ন্তভুক্ত হতে চাইলে তাঁর আবেদন খতিয়ে দেখে পদক্ষের নেওয়া হবে।

এরপর ৩ পাতায়

১-ম পাতার পর

পার্থ, অর্পিতার 'অপা'র কথা মনে করিয়ে দিলেন সন্দীপ ঘোষ !

ক্যানিংয়ে সন্ধান মিলল 'সঙ্গীতাসন্দীপ' ভিলার!

হয়েছে সন্দীপ ঘোষ সহ আরো বেশ কয়েকজনকে। সেই সন্দীপ ঘোষেরই একটি বাংলো বাড়ির হদিশ মিলেছে ক্যানিং ২ নম্বর ব্লকের নারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে। বাড়িটির নাম"সঙ্গীতাসন্দীপ ভিলা"। তবে তাঁর সেই বাড়ির কেয়ারটেকার জাকির লস্কর বলেন, "তিনি মাঝেমধ্যেই ফ্যামিলি নিয়ে এই নারায়ণপুরের বাংলো বাড়িতে আসতেন। সারাদিন থাকতেন। খাওয়াদাওয়া করতেন। দিনের বেলা সময় কাটাতেন, তারপর বেরিয়ে যেতেন। প্রায় দু বছর আগে তিনি এই বাড়িটি তৈরি করেছিলেন"। তবে সেই বাড়িটি এখন তালাবন্ধ । যোগাযোগও বন্ধ সেই বাড়ির কেয়ারটেকারের সঙ্গে। আর জি করের ঘটনা ঘটার পর থেকে নারায়ণপুরের এই বাড়িতে আর নাকি আসেননি সন্দীপ ঘোষ। আর সন্দীপ ঘোষের এই বাংলো বাড়ির রহস্য নিয়ে মুখ খুলতে নারাজ স্থানীয় রাজনৈতিক দলের নেতারা।

১-ম পাতার পর

অপরাজিতা বিলের ছাড়পত্র এখনই রাজভবন দেবেনা ইঙ্গিত দিয়েছেন রাজ্যপাল

নারী ও শিশু বিল" পাশ হয়। ঐদিনই রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন দায়িত্বশীল বিরোধী হিসেবে বিলটিকে পাস করানোর সাহায্য তারা করবে। এই বিষয় মুখ্যমন্ত্রী বলেন " বিরোধী দলনেতা রাজ্যপালকে বলুন বিলে তাড়াতাড়ি অনুমোদন দিতে"। রাজ্যপাল বিলের ছাড়পত্র না দিলে রাজভবনের সামনে ধর্নায় বসবেন বলে তৃণমূলের মহিলা মোর্চার তরফে জানানো হয়েছে।

২ পাতার পর

শিক্ষকদের নিয়ে বড় ঘোষণা করলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু

অনুষ্ঠান থেকে ব্রাত্য বলেন, "বিদ্যালয় শিক্ষকদের সুবিধায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হল। সরকারি অবসরকালীন ভাতার অন্তর্ভুক্ত হতে গেলে এতদিন কম করে টানা ১০ বছর চাকরি করতে হত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। কিন্তু ৯ বছর ৬ মাস তার বেশি যদি কেউ চাকরি করে থাকেন, তাহলে বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের হাতে ক্ষমতা আছে, ৬ মাস বা তার কম সময় মার্জনা করে তাঁকে পেনশন দেওয়ার। সাধারণভাবে এতদিন এই ক্ষমতার প্রয়োগ করত না বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উচ্চ ন্যায়ালয়ে গিয়ে বিচার চেয়ে প্রতিবিধান আনতে হত। এই অসুবিধার কথা মাথায় রেখে মানবিক দিকগুলো বিচার করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, কোনও শিক্ষক-শিক্ষিকার কর্মজীবন ১০ বছরের কম, টানা ৯ বছর ৬ মাস হয়ে থাকলেও আবেদনের ভিত্তিতে যোগ্য প্রার্থীদের এই ঘাটতিটুকু মার্জনা করে তাঁর পেনশন অনুমোদন করে দেবে বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ। তাঁদের আর উচ্চ ন্যায়ালয়ে ছুটতে হবে না।

শুক্রবার সকালে আরজিকরের অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের শ্বশুর বাড়ি ইডির হানা

বেবি চক্রবর্তী: হুগলি: নিউজ সারাদিন : শুক্রবার সকাল হতেই ঘুম থেকে উঠে হুগলি চন্দননগর পৌর নিগমের অন্তর্গত ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের পাদ্রিপাড়ার বাসিন্দারা হঠাৎ অবাক হয়ে যান ইডি এবং কেন্দ্র বাহিনীর দল দেখে। অনেকের মনে গুঞ্জন শুরু হয় কোথায় এলো ইডি, তারপরেই জানতে পারে ইডির দল আর কোথাও নয় সদ্য আরজিকর দুর্নীতি মামলায় সিবিআইএর হাতে গ্রেপ্তার হওয়া প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের শ্বশুরের বাড়িতে। ইডির দল এসে এলাকার মানুষের থেকে যখন জানতে পারেন বাড়িটি দীর্ঘদিন বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে তখন তারা ফিরে যান ।তারপর সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এলাকার মানুষ জানান সন্দীপ ঘোষের শ্বশুরের এই বাড়িটি দীর্ঘ পাঁচ থেকে ছয় বছর বন্ধ হয়ে পড়ে আছে কোন মানুষের আনাগোনা বা যাতায়াত নেই কিন্তু কি কারনে ইডি হটাৎ এখানে এল কেউ সেটা সঠিক করে বলতে পারলেন না।

শুরু হয়ে গিয়েছে সার্ভে, চিন্তায় তৃণমূলের পদাধিকারীরা, পদ হারানোর শঙ্কায় ভুগছেন অনেকেই

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সবে ৩ মাস হয়েছে লোকসভা নির্বাচন শেষ হয়েছে। সেই নির্বাচনে রাজ্যের ৪২টি আসনের মধ্যে ২৯টি আসনে তৃণমূল জিতেছে ঠিকই কথা, তবে সেই ২৯টি আসনের মধ্যে ২৮টিই এসেছে দক্ষিণবঙ্গ থেকে। উত্তরবঙ্গ থেকে এবার তৃণমূলকে খালি হাতে ফিরতে না হলেও আসন প্রাপ্তির সংখ্যা মাত্র ১।আর দ্বিতীয় টিম সরাসরি চলে যাচ্ছে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে। সেখানে সাধারণ মানুষের কাছ থেকেই কাউন্সিলারদের ফোন নম্বর চাওয়া হচ্ছে। আর সেখান থেকে ফোন করে তাঁদের বাড়িতে পৌঁছে যাচ্ছেন টিমের সদস্যরা। কথা বলছেন বাড়িতে বসেই। সেখানেই খোঁজ নেওয়া হচ্ছে চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান সম্পর্কে। উল্লেখ্য, গত একুশে জুলাইয়ের মঞ্চে দলের অবস্থান নিয়ে মুখ খুলেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর স্পষ্ট কথা ছিল, ২৪-এর ভোটে রেজাল্ট নিয়ে কার কেমন ভূমিকা ছিল তা তাঁর নজরে রয়েছে। তিনি সার্ভে করে দেখেছেন। আগামী কয়েকমাসের মধ্যেই এর ফলাফল মানুষ হাতে পেয়ে যাবেন। স্বাভাবিকভাবেই এই সার্ভেকে ঘিরে এখন অনেক পদাধিকারী চিন্তায় পড়ে গিয়েছেন। অনেকেই পদ হারানোর শঙ্কায় ভুগছেন। বিশেষ করে যারা নিজ নিজ এলাকায় দলকে লিড দিতে পারেননি তাঁরা।একইসঙ্গে এটাও দেখা গিয়েছে রাজ্যে যেমন ৩টি লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল পরাস্ত হয়েছে খব কম ভোটের ব্যবধানে তেমনি ২টি জেলা আসনও হাতছাড়া হয়েছে দলের। পাশাপাশি দেখা গিয়েছে, ভোট প্রাপ্তির নিরিখে তৃণমূল গ্রামে এগিয়ে থাকলেও, শহরে সে পিছিয়ে পড়েছে বিরোধীদের বিশেষ করে বিজেপির ভোট প্রাপ্তির কাছে। কেন এই ফল হল, তা নিয়ে যে ময়নাতদন্ত হবে সেটা আগেই দলের সেনাপতি তথা দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন। সেই ময়নাতদন্তের দ্বিতীয় ধাপ এখন শুরু হয়ে গিয়েছে রাজ্যে।লোকসভা নির্বাচনে কেন্দ্র ধরে ধরে তৃণমূলের ফলাফল বিশ্লেষণের কাজ আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। প্রথম দফায় দলের জেলা সংগঠনের সভাপতিদের কাজ থেকে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছিল যে জেলাস্তরের কোন কোন নেতা কেমন কাজ করেছেন বা বিধায়কেরা কেমন কাজ করেছেন। সেই সঙ্গে চাওয়া হয়েছিল, কোন বিধানসভা কেন্দ্রে দল এগিয়ে রয়েছে বা পিছিয়ে পড়েছে, তার রিপোর্ট। এখন শুধু হয়েছে দ্বিতীয় দফার ময়নাতদন্ত। সেখানে নজর দেওয়া হয়েছে পুরসভা এলাকাগুলিতে। সেই সূত্রেই রাজ্যের প্রতিটি পুরসভায় (Municipality Area) তৃণমূলের দু'টি পৃথক পৃথক টিম শুরু করেছে সার্ভের (Survey) কাজ। একটি টিম পুরসভায় গিয়ে কাউন্সিলারদের সঙ্গে কথা বলছেন। আর অন্য একটি টিম এলাকায় ঘুরে ঘুরে রিপোর্ট সংগ্রহ করছে। দু'টি সার্ভে টিমের রিপোর্ট জমা পড়বে দলের রাজ্য কার্যালয়ে। আর তারপরেই দলের শীর্ষ নেতৃত্ব পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। যার জেরে পদ হারানোর আশঙ্কা করছেন দলের অনেক নেতাই। বিশেষত যারা নিজ এলাকায় দলকে লিড দিতে পারেননি, তাঁরা।লোকসভা নির্বাচনের ফল বের হতেই দেখা গিয়েছিল, বাংলার মানুষ তৃণমূলের ওপর ভরসা রাখলেও উল্লেখযোগ্যভাবে রাজ্যের বেশির ভাগ শহর এলাকায় বিপুল মার্জিনে হার হয়েছে তৃণমূলের। রাজ্যের ১২১টি পুরসভা এলাকায় বিজেপি লিড তুলেছে ৬৯টি পুরসভায়। কংগ্রেস লিড তুলেছে ২টি পুরসভায় আর তৃণমূল লিড পেয়েছে ৫১টি পুরসভায়। কেন রাজ্যের ৭১টি পুরসভায় দলের হাল খারাপ হল সেটাই ভাবাচ্ছে জোড়াফুল শিবিরকে। রাজ্যের ১২১টি পুরসভারই ওয়ার্ডভিত্তিক ফলাফলের রিপোর্ট ইতিমধ্যেই জমা পড়েছে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে। সেই রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরে পুরসভা ধরে ধরে রিপোর্ট সংগ্রহের কাজ শুরু করেছে রাজ্য তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব। দলের নির্দেশ মতোই তৃণমূলের দু'টি টিম নেমেছে এই কাজে। একটি টিম সরাসরি পুরসভার চেয়ারম্যানকে ফোন করে নির্দিষ্ট দিনে সমস্ত কাউন্সিলারকে উপস্থিত থাকার কথা বলছেন। তাঁদের আলাদা করে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। জানতে চাওয়া হচ্ছে পুরসভার চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান বা টাউন প্রেসিডেন্টের অবস্থান সম্পর্কে। সাধরণ মানুষের সঙ্গে সম্পর্কে কোথাও ফাঁক রয়েছে কি না, তাও জানা হচ্ছে। এছাড়া, চেয়ারম্যান কিংবা ভাইস চেয়ারম্যানদের কেমন জনসমর্থন রয়েছে সেই দিকটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৪ বর্ষ ২৪৫ সংখ্যা ০৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ শনিবার ২১ ভাদ্র, ১৪৩১

সম্পাদকীয়

সিভিক ভলান্টিয়ারদের দৌরত্ম্যে টানা ৭২ ঘন্টা ট্রাক ধর্মঘটের ডাক রাজ্যে

রাত পোহালেই গণেশ পুজো। তারপর আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর বিশ্বকর্মা পুজো। সেদিনই আবার অনেক বাড়িতে রান্না পুজোর আয়োজন থাকে। কার্যত সেই সময় থেকেই পুজোর ঢাকে কাঠি পড়ে যাবে সর্বত্র। প্রতিবছর এই উৎসব মরশুমের সূচনা লগ্নেই বাজারে নানা জিনিসপত্রের চাহিদা বাড়ে।সূত্রের দাবি, ওয়েব্রিজ পরিচালনার বরাত থার্ড পার্টিকে দেওয়া হয়েছে। সেখানে দেদারে লুট চলছে বলে মত বিশেষজ্ঞ মহলের। তার ফলে রাজ্য সরকারের বিপুল অঙ্কের রাজস্বের ক্ষতি হচ্ছে। একইভাবে মোটর ভেহিকেল ইনসপেক্টর, বিএলএলআরও, পুলিশ সহ একাধিক সরকারি দফতরের কেউ কেউ ফুলেফেঁপে উঠছেন। সব মিলিয়ে ওভার লোড নিয়ে রীতিমতো অস্বস্তিকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে রাজ্যে। এখন দেখার রাজ্য সরকারের তরফে ধর্মঘট ঠেকাতে কোনও সদর্থক ভূমিকা নেওয়া হয় কিনা। যদিও বাজারের ব্যবসায়ীদের দাবি, ৩ দিনের ধর্মঘটে সেভাবে কোনও প্রভাব পড়বে না। কিন্তু ৩ দিনের ধর্মঘটের ডাক দিয়ে তা ৩০ দিন টানলে বড়সড় বিপত্তি নেমে আসবে। বিশেষ করে উৎসবের মরশুমে সেই রকম কিছু হলে আমজনতাকে অশেষ দুর্গতির মুখে পড়তে হবে।অথচ সেই উৎসবের মরশুমের মুখে রাজ্যে(Bengal) টানা ৭২ ঘন্টা ট্রাক বনধের (Truck Strike for 72 Hours) ডাক দিয়েছে Federation of West Bengal Truck Operators Association| আগামী ১১, ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর তাঁরা সেই ধর্মঘট পালন করবেন। আর তার জেরে আসন্ন উৎসবের মরশুমের প্রাক্কালে বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস, নির্মাণসামগ্রীসহ যাবতীয় উপকরণের জোগানে টান পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। শুনলে অবাক হবেন এই ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে সিভিক ভলান্টিয়ারদের(Civic Volunteers) দৌরত্ম্যের বিরুদ্ধে।

Federation of West Bengal Truck Operators Association'i তরফে সংগঠনের সম্পাদক প্রবীর চট্টোপাধ্যায় সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, ছোট-বড়-মাঝারি ট্রাক চালকদের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গিয়েছে। ট্রাকের চালক-খালাসির ওপর রাস্তায় ধারাবাহিকভাবে অত্যাচার চলছে। সর্বত্র মুখ্য ভূমিকা নিচ্ছে সিভিক ভলান্টিয়াররা। আইনি সংস্থান না-থাকলেও প্রতিদিন রাজ্য ও জাতীয় সড়কের ওপর গাড়ি দাঁড় করিয়ে মোটা টাকা 'ঘুষ' নেওয়ার মূল কাণ্ডারী হিসেবে এই সিভিকদের দায়ী করেছেন প্রবীরবাবু। তাঁর মূল অভিযোগ, ওভার লোড গাড়ি 'বাড়তি টাকা' দিয়ে পুলিশি প্রহরায় গোটা রাজ্যে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। আর আন্ডার লোড গাড়িগুলিকে একাধিকবার ওয়েব্রিজে ঢুকিয়ে ২৩৬ টাকা করে নেওয়া হচ্ছে। মাল লোডিংয়ের সময় স্থানীয় কাঁটায় তা ওজন করিয়ে গাড়িতে তোলা হয়। এক্ষেত্রে ১২০ থেকে ১৫০ টাকা খরচ পড়ে। অথচ সরকারি ওয়েব্রিজে ওজন করাতে ২৩৬ টাকা কেন দিতে হবে, প্রশ্ন ট্রাক মালিকদের। এক্ষেত্রে ২০০ টাকা ভাড়া। ৩৬ টাকা দিতে হয় জিএসটি খাতে।

সামাজিক পরিবর্তনের প্রণালী জোরদার করার লক্ষ্যে

পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রক এবং ইউনিসেফ ইচ্ছাপত্রে স্বাক্ষর করল

নয়াদিল্লি, ০৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রক এবং ইউনিসেফ ইন্ডিয়া সামাজিক পরিবর্তনের প্রণালী জোরদার করা এবং এ ক্ষেত্রে গোষ্ঠীগত অংশগ্রহণে গতি আনতে একটি ইচ্ছাপত্রে স্বাক্ষর করেছে। এই বোঝাপড়ার ফলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠান এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে আদান-প্রদান বাড়বে। বিশেষত, মহিলা ও শিশুদের এর আওতায় এনে গ্রামের মানুষের কাছে বিভিন্ন পরিষেবা আরও ভালোভাবে পৌঁছে দেওয়ার প্রশ্নে স্থানীয়-ভিত্তিতে ধারাবাহিক উন্নয়নী লক্ষ্যসমূহ অর্জনেও বিশেষভাবে সহায়ক হবে এই অংশীদারিত্ব। গ্রামীণ এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কর্মসূচির বিষয়ে তথ্য ও পরিষেবা প্রদানে গতি আনতে প্রযুক্তি ব্যবহারে উদ্যোগী পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রক। এর ফলে, প্রশাসনিক স্বচ্ছতাও নিশ্চিত হবে।

জঙ্গলের দেবী মা মনসা

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

দুঃখে শিবের চোখ থেকে যে জল পড়ে সেই জলে জন্ম হয় মনসার সহচরী নেতার।পরে জরৎকারুর সঙ্গে মনসার বিবাহ হয়। কিন্তু চণ্ডী মনসার ফুলশয্যার রাতটিকে ব্যর্থ করে দেন। তিনি মনসাকে উপদেশ দিয়েছিলেন সাপের অলঙ্কার পরতে আর বাসরঘরে ব্যাঙ ছেড়ে রাখতে যাতে সাপেরা আকর্ষিত হয়ে তাঁর বাসরঘরে উপস্থিত হয়। এর ফলে, ভয় পেয়ে জরৎকারু পালিয়ে যান। পরে তিনি ফিরে আসেন এবং তাঁদের পুত্র আস্তিকের জন্ম হয়।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

উৎসব বা পূজা পার্বণের সময়ক্ষণ নির্ধারিত হয় ঋতুর সঙ্গে সমন্বয় রেখে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(ষষ্ঠ পর্ব)

মল মাস। তাই পুজো এবার শরতে নয়, হেমন্তে। 'শারদীয়া' উৎসব হলেও তা হবে 'হৈমন্তিক'। তবে এই প্রথম নয়, এর আগে ১৯৮২ ও ২০০১ সালে একই কারণে মহালয়া ও দুর্গাপুজো শুরুর ব্যবধান প্রায় একমাস হয়েছিল।

কেন আসে মলমাস? কেনই বা এই মাসে পুজো ও অন্যান্য শুভ কাজ অনুষ্ঠিত হয় না?প্রতি তিন বছর অন্তর একটি অধিকমাস আসে। সূর্য ও চন্দ্র মাসের গণনার ওপর ভিত্তি করে হিন্দু ক্যালেন্ডার চলে। হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুযায়ী একটি সূর্যবর্ষ ৩৬৫ দিন ও প্রায় ৬ ঘণ্টার হয়ে থাকে। আবার চন্দ্রবর্ষ ৩৫৪ দিনের হয়। এই দুইয়ের মধ্যে ১১ দিনের পার্থক্য। টানা তিন বছরে এটি এক মাসের সমান হয়ে যায়। এই অতিরিক্ত মাসের পার্থক্য দূর করার জন্যই প্রতি তিন বছরে একবার অতিরিক্ত মাস আসে। একেই অধিকমাস বলা হয়। এ বছর আশ্বিন মাসই সেই অধিকমাস। অধিকমাসকে মলমাস বলা হয় কারণ গোটা মাসে কোনও সূর্য সংক্রান্তি থাকে না। আবার প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী, একই মাসে দুটি অমাবস্যাকেও মলমাসের অন্যতম কারণ মনে করা হয়। তাই মহালয়ার দিন নিয়ম মেনেই পিতৃতর্পণ হবে। শুধু রেডিওতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের উদাত্তকণ্ঠে চণ্ডীপাঠের ৩৫ দিন পার করে শুরু হবে অকালবোধন পূজা পাঠ। আজকের দিনে দেবী দুর্গা পূজার সূচনা দিন। দেবী দুর্গা নাকি এই দুই তিথির মিলনক্ষণেই আবির্ভূতা হন দেবী চামুন্ডারূপে। পুরাণমতে চন্ড এবং মুন্ড নামক দুই ভয়ানক অসুরকে তিনি এই সন্ধিক্ষণে বধ করেছিলেন। অন্যদিকে রাক্ষসরাজ রাবণকে বধ করার জন্য আশ্বিনমাসে রামচন্দ্রের অকালবোধনের যে উল্লেখ পাওয়া যায় কৃত্তিবাসের রামায়ণে, সেখানেও রামচন্দ্র সন্ধিপূজা সমাপন কালে দেবীর চরণে ১০৮ পদ্ম নিবেদন করার আশায় হনুমানকে দেবীদহ থেকে ১০৮টি পদ্মফুল তুলে আনতে বলেন। হনুমান ১০৭টি পদ্ম পান। দেবীদহে আর পদ্ম ছিল না। দেবীদহে একটি পদ্ম কম ছিল। তার কারণ হিসেবে কথিত আছে, দীর্ঘদিন অসুর নিধন যজ্ঞে মা দুর্গার ক্ষত বিক্ষত দেহের

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

টিকিট পাবেন কে? হুড়োহুড়ি-কোন্দলে হরিয়ানার ভোটের মুখে চাপে বিজেপি-কংগ্রেস দুই শিবিরেই

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনের আগে 'ঘরেলু বিবাদে' জর্জরিত কংগ্রেস ও বিজেপি দুই শিবিরেই। বিজেপি প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করতেই পদত্যাগ করার হিড়িক পড়ে গিয়েছে। আর কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ না হলেও বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত হাত শিবির।

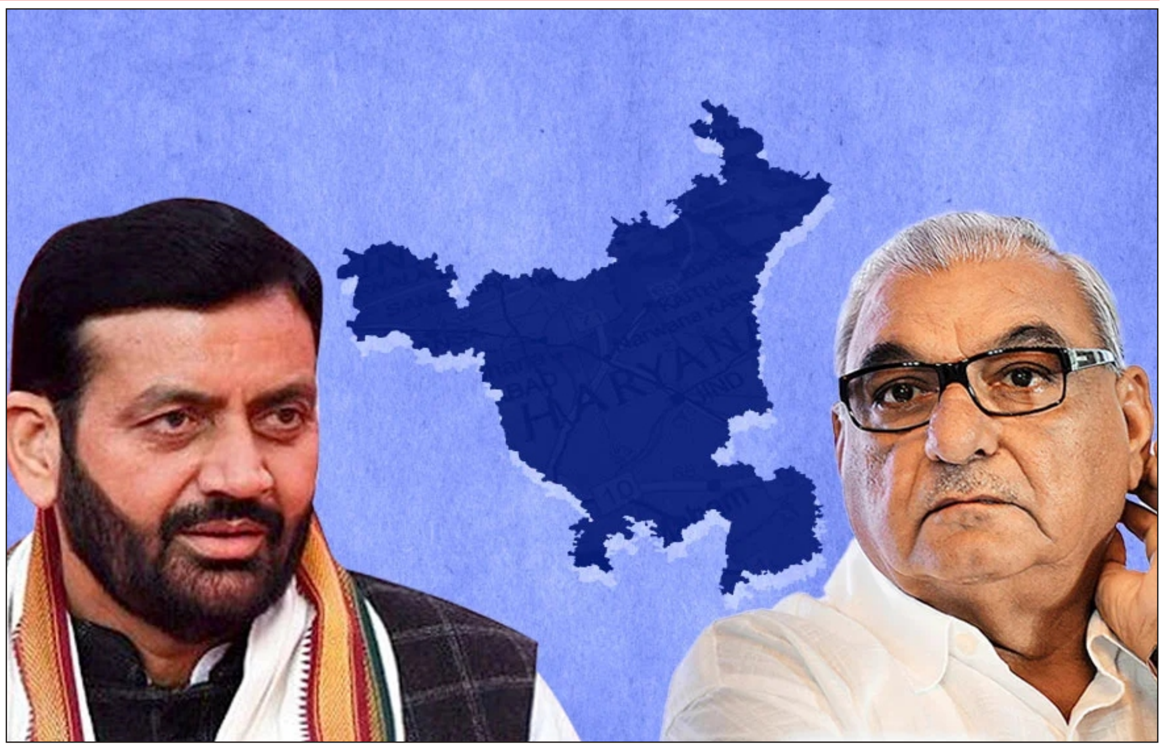

এ তো গেল বিজেপির পরিস্থিতি। কংগ্রেস আবার অন্য সমস্যায়। হরিয়ানার কংগ্রেস নেতারা কোনওভাবেই আপের সঙ্গে জোটের পক্ষে নন। কিন্তু রাহুল গান্ধী অন্তত ৫-৭টি আসন আপকে ছাড়ার পক্ষে। তাতে আবার আপত্তি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভুপেন্দ্র সিং হুডার। আসলে আপ যে আসনগুলি চাইছে, সেগুলিতে আবার হুডা নিজের ঘনিষ্ঠদের টিকিট দিতে চায়। তাছাড়া কংগ্রেস এই আসনগুলিকে সম্ভাবনাময় আসন বলে মনে করছে। এদিকে কংগ্রেস এখনও প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করতে পারেনি। এক তো প্রতিটি আসনের জন্যই শয়ে শয়ে আবেদন পত্র জমা পড়েছে। তার উপর কুমারী শৈলজা এবং হুডা শিবিরের দ্বন্দ্ব, চারিদিক সামলাতে নাজেহাল হাত শিবির।হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনের জন্য বিজেপির প্রার্থী তালিকা প্রকাশ হতেই রাজ্য বিজেপির অন্দরে তোলপাড় শুরু হয়ে গিয়েছে।প্রার্থী তালিকা নিয়ে চরম পারছি না। কোথাও যেনও মনে হয়েছে যে, সুপ্রিম কোর্ট এটাকে একটু ৫টা সাধারণ কন্সটিটিউশনাল ম্যাটার বা একটা জেনারালিটি দিয়ে দেখছেন ! তাঁদের থেকে আরও দৃঢ় হাতে আরও কড়া মনোভাব আশা করা হয়েছিল।আমরা অনেকটা সময় নষ্ট হতে দেখলাম।'অধ্যাপক বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলেন ,'মানুষের মধ্যে হতাশা তৈরি হবে, সেটা শুধু রাজ্যের মানুষের জন্য তা নয়। সারা ভারতবর্ষ, সারা পৃথিবীর মানুষ, যারা আরজিকরের জন্য ন্যায় বিচার চেয়েছেন, তাঁরা কিন্তু হতাশাগ্রস্থ হবেন। ইতিমধ্যেই একটা দীর্ঘ সময় পরে দ্বিতীয় শুনানি করা হচ্ছে। দুটো সপ্তাহের পরে তাঁরা শুনানি করছে। তাই ইতিমধ্যেই একটা বড় ব্যবধান তৈরি হয়েছে। দ্বিতীয় যে বিষয়টা, দেখো আমরা আদালতের প্রতি অবশ্যই দায়বদ্ধ। এবং আমরা সম্মানের সঙ্গে আদালতকে দেখব। কিন্তু একই সময় দাঁড়িয়ে আর ৫ টা মামলার মতো তো আরজি করের মামলা নয়। সারা পৃথিবী যখন ন্যায় বিচারের জন্য অপেক্ষা করছে, তখন এটা কিন্তু আদালতকেও বুঝতে হবে, কেবলমাত্র এটা আর ৫ টা মামলার মতো মামলা নয়। সারা ভারতবর্ষের মানুষ যখন ন্যায়বিচারের জন্য অপেক্ষা করছে, তখন সুপ্রিম কোর্ট হয় এগিয়ে দিত পারত, কিন্তু কী কারণে পিছোল , সেটা বোধগম্য হল না। দ্বিতীয়ত এই মামলাটা হাইকোর্চে ছিল। সুপ্রিম কোর্ট নিজের উদ্যোগে নিজের হাতে নেয়।আমরা মনে করেছিলাম, হাইকোর্ট থেকে মামলা যখন নিজের হাতে নিচ্ছে সুপ্রিম কোর্ট, তাহলে দ্রুততার সঙ্গে ন্যায় বিচার সম্পূর্ণ হবে। আমরা যেটা ভয় পাই, সেটা হল তারিখের পর তারিখ..' ! তাৎপর্যমূলক প্রতিক্রিয়া অধ্যাপকের।

আবারও রাত দখল করবেন পশ্চিমবঙ্গের নারীরা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে আবারও রাত দখল করবেন পশ্চিমবঙ্গের নারীরা। এক নারী চিকিৎসককে ধর্ষণ এবং হত্যার ঘটনার এক মাসের মাথায় নতুন কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়েছে। গত ১৪ অগস্ট রাতে রিমঝিম সিংহের ডাকে মেয়েরা পথে নেমেছিলেন। পা মিলিয়েছিলেন পুরুষেরাও। সেই রিমঝিমদের ডাকেই আবার রাত দখল করতে নামবেন মেয়েরা। মূলত সংস্কৃতি জগতের মানুষদের এই কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে উত্তাল গোটা ভারত। 'বিচার চাই', দাবি তুলে পথে নেমেছেন সাধারণ মানুষ থেকে খ্যাতনামীরা। প্রায় প্রতি দিনই কোনও না কোনও প্রতিবাদ কর্মসূচি চলছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে। কলকাতার রাজপথ দখল করছেন আন্দোলনকারীরা। আরজি কর-কাণ্ডের পর ১৪ অগস্ট 'রাত দখলের কর্মসূচি'র ডাক দিয়েছিলেন 'মেয়েদের রাত দখল করো, দিন বদল করো' মঞ্চের রিমঝিমেরা। সেই ডাকে প্রচুর মানুষ পথে নেমেছিলেন। কলকাতা ছাড়িয়ে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় মেয়েরা 'রাত দখলে' নেমেছিলেন। সেই কর্মসূচির আহ্বায়কেরা এ বার নতুন কর্মসূচির কথা জানালেন।

শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনে রিমঝিমেরা জানান, আগামী ৮ সেপ্টেম্বর রাতে সকলে পথে নামবেন আবার। কর্মসূচির নাম দেওয়া হয়েছে 'শাসকের ঘুম ভাঙাতে নতুন গানের ভোর'। এই কর্মসূচির কথা বলতে গিয়ে রিমঝিমেরা সত্যজিৎ রায়ের 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ছবির উল্লেখ করেছেন। তারা জানান, গুপী গাইন যেমন রাজার ঘুম ভাঙিয়েছিলেন, সে ভাবেই শাসকদের ঘুম ভাঙাতে চান। সাংস্কৃতিক আঙ্গিকে রাত দখল হবে বলেও জানান রিমঝিমেরা। গানের দল, নাচের দল, সাংস্কৃতিক জগতের বিভিন্ন ব্যক্তিত্বকে এই কর্মসূচিতে আহ্বান জানানো হয়েছে।

গত ৯ অগস্ট ভোরে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের সেমিনার রুম থেকে এক নারী চিকিৎসকের মরদেহ উদ্ধার হয়। তার পর কেটে গেছে ২৫ দিনের বেশি। সিবিআই তদন্ত করছে। আগামী ৯ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্টে আরজি কর মামলার শুনানি রয়েছে। ঠিক তার আগের রাতেই পথে নামবেন আন্দোলনকারীরা।

সিনেমার খবর

অভিনয় ছাড়াও যে কাজ করে অর্থ উপার্জন করেন ক্যাটরিনা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ১৪ বছর বয়সে জুয়েলারীর বিজ্ঞাপনচিত্রে মডেলের মাধ্যমে অভিনয় জীবন শুরু হয় বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী ক্যাটরিনা কাইফের। লন্ডনভিত্তিক চলচ্চিত্র নির্মাতা কাঈজাদ গুস্তাদ লন্ডনে মডেলিং কাজে নিয়োজিত কাইফকে চলচ্চিত্রের রূপালী পর্দায় নিয়ে আসেন। ২০০৩ সালে বুম ছবিতে কাইফকে তিনি অংশগ্রহণের সুযোগ দেন। মুম্বাইয়ে অবস্থানকালীন অনেকগুলো বিজ্ঞাপনচিত্রের প্রস্তাব পান। কিন্তু, চলচ্চিত্র পরিচালকেরা হিন্দি ভাষায় কথা বলতে না পারায় ক্যাটরিনা'র সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হতে দ্বিধাগ্রস্থ ছিলেন। ২০05 সালে 'ম্যায়নে পেয়্যার কিউঁ কিয়া' সিনেমায় অভিনয় করেই সকলের নজরে আসেন তিনি। ২০০৬ সালে অক্ষয় কুমারের সঙ্গে অভিনীত হামকো দিওয়ানা কর গায়ে ছবিটি ব্যবসায়িকভাবে অসফল হয়। ২০০৭ সালে কাইফের প্রধান সাফল্য আসে ব্যবসা সফল নমস্তে লন্ডন চলচ্চিত্রে অংশ নিয়ে। সেখানে তিনি একজন ব্রিটিশ-ভারতীয় মেয়ে হিসেবে অক্ষয় কুমারের সঙ্গে দ্বিতীয় বারের মতো অভিনয় করেন। তারপর আপনে ছবিটি মোটামুটি সফল হলেও পার্টনার (২০০৭) এবং ওয়েলকাম ছবি দু'টি বিরাটভাবে বাণিজ্যিক সফলতা লাভ করে। উভয় ছবিই ব্লকবাস্টারের মর্যাদা পায়।

নিজের পরিশ্রম আর যোগ্যতা দিয়ে বলিউডে নিজের জমি তৈরি করেছিলেন ক্যাটরিনা। 'ওয়েলকাম', 'পার্টনার', 'নিউ ইয়র্ক', 'এক থা টাইগার' ক্যাটরিনার কেরিয়ারের ঝুলিতে বাণিজ্য-সফল সিনেমার অভাব নেই। পারিশ্রমিকের দিক থেকেও ক্যাটরিনা অনেককেই ছাপিয়ে গিয়েছেন। ক্যাটরিনাকে নায়িকা হিসাবে নেয়ার আগে প্রযোজক-পরিচালকদের নাকি খানিক ভাবতে হয়।

গত কয়েক বছর ধরে ক্যাটরিনার মোট সম্পত্তির পরিমাণ ২২৪ কোটি টাকা। ক্যাটরিনা বার্ষিক যত টাকা আয় করেন, তার বেশির ভাগেরই উৎস সিনেমা। কিন্তু সেটাই একমাত্র উপার্জনের মাধ্য নয়। অভিনয় ছাড়াও আরো অনেক কাজ করে ক্যাটরিনা অর্থ উপার্জন করেন। যেখান থেকেও মোটা টাকা আয় করেন তিনি। ক্যাটরিনার প্রসাধনী সংস্থা 'কে বিউটি'র কথা অনেকেই জানেন। ২০১৯ সালে প্রথম বাজারে আসে এই সংস্থা। সেখান থেকেও অর্থ উপার্জন করেন তিনি। ২০২২ সালের একটি প্রতিবেদন জানাচ্ছে, মাত্র তিন বছরের মধ্যেই ১০০ কোটি টাকা ঘরে তুলেছে এই সংস্থা। নিজের সংস্থা বাদ দিয়েও সম্প্রতি অন্য একটি সংস্থায় বিনিয়োগ করেছেন। সেখান থেকেও বছরে মোটা অঙ্কের টাকা জমা হয় ব্যাংকে। এছাড়া ইনস্টাগ্রামে অন্যান্য সংস্থার হয়ে প্রচারও করেন ক্যাটরিনা। সূত্রের খবর, প্রচারমূলক কাজের জন্য ৮০ লাখ থেকে ১ কোটি টাকা পারিশ্রমিক নেন ক্যাটরিনা। বেশ কিছু বড় সংস্থার মুখ হিসাবেও কাজ করেন ক্যাটরিনা কাইফ। প্রতিটি সংস্থা থেকে বছরে ৬ থেকে ৭ কোটি টাকা পান ক্যাটরিনা।

আরজি কর কাণ্ড: এবার মোদিকে যা বললেন শুভশ্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : পশ্চিমবঙ্গে আরজি কর কাণ্ডে রীতিমতো উত্তেজনা ভারতজুড়ে। থেমে নেই টালিউডের তারকারাও। বিচার চেয়ে এক দাবি সবার। একের পর সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করছেন তারা। এতে ব্যতিক্রমী নন অভিনেত্রী শুভশ্রী গাঙ্গুলীও।

তবে এবার শুভশ্রী দাবি করলেন, বিষয়টি আর অরাজনৈতিক নয়। কারণ তিনি সরাসরি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে আবেদন করেছেন। সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে একটি স্টোরি শেয়ার করেন শুভশ্রী। তাতে লেখা, 'স্বচ্ছ ভারতের চেয়ে আমাদের 'নিরাপদ ভারত'-এর বেশি দরকার মোদিজি।' প্রচ্ছদে একটি ফাঁসির দড়ি, বিচারের হাতুড়ি, এবং এক নির্যাতনে শিকার নারীর অবয়ব।

নরেন্দ্র মোদির কাছে ধর্ষণের প্রতিবাদে ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট চেয়ে শুভশ্রী পোস্ট করেছেন আগেও। এমনকি, অভিনেতা দেবও সরাসরি মোদি সরকারের কাছে বিল পাশ করানোর দাবি করেছেন।

প্রসঙ্গত, গত ১৪ আগস্ট মেয়েদের রাত দখলের রাতে রাস্তায় দেখা যায় শুভশ্রীকে। পাশে ছিলেন অরিন্দম শীল। এরপর টালিউডের পক্ষ থেকে যে মিছিলের আয়োজন করা হয়, তাতেও প্রথম সারিতে ছিলেন শুভশ্রী। ব্যানার হাতে ক্রমাগত স্লোগান ছিল মুখে। মিছিলে ছিলেন রাজ চক্রবর্তীও। এদিকে তাদের পক্ষ থেকে বাবলি সিনেমার প্রচারও বন্ধ রাখা হয়েছিল। এমনকি, প্রিমিয়ারও হয়নি। বড় লোকসানের মুখে পড়তে হয়েছে এই সিনেমাকে।

৪ অভিনেতার বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ দক্ষিণী অভিনেত্রী মিনু মুনীরের

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : হঠাৎ করেই উত্তপ্ত মালয়ালম সিনেমা ইন্ডাস্ট্রি। হেমা কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই মালয়ালম ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির বহু কালো অধ্যায় প্রকাশ্যে আসছে। সামনে আসছে যৌন হেনস্তার গল্প। সম্প্রতি মালয়ালম পরিচালক রঞ্জিতের বিরুদ্ধে কলকাতার অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্র'র শ্লীলতাহানির অভিযোগও রীতিমতো আগুন জ্বেলেছে দক্ষিণী ফিল্ম মহলে। সেই আগুনেই এবার বারুদ ঢাললেন দক্ষিণী অভিনেত্রী মিনু মুনীর। চার সহ-অভিনেতার বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ আনলেন অভিনেত্রী। ফেসবুকে মিনু লিখেছেন, 'আমি বহুবার শারীরিক ও মৌখিক শ্লীলতাহানির শিকার হয়েছি। যারা আমার সঙ্গে এমন অভব্য ব্যবহার করেছেন, তারা হলেন, মুকেশ, মানিয়ান পিল্লা রাজু, ইদাভেলা বাবু, জয়সূর্য। তবে শুধু এরা নয়। প্রোডাকশন কন্ট্রোলার নোবেল ও বিচ্ছুও রয়েছেন তালিকায়।' অভিনেত্রী মিনু এই পোস্টে আরও লিখেছেন,২০১৩ সালে বার বার এরা আমার সম্মানহানি করেছে। কিন্তু প্রতিবাদ করেও কোনও ফল পায়নি। এমনকী, আমি এক সংবাদপত্রেও জানিয়ে ছিলাম। কিন্তু লাভ হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে মালয়ালম ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি থেকে বেরিয়ে এসেছি। এখন আমি বিচার চাইছি। সম্প্রতি হেমা কমিটির রিপোর্টে দক্ষিণী বিনোদন জগতের একাধিক কাস্টিং কাউচ, যৌন হেনস্তা ও পারিশ্রমিকের বৈষম্যের কথা লেখা রয়েছে।আর এমন পরিস্থিতিতে শ্রীলেখা, মিনু মুনীরসহ একাধিক অভিনেত্রী অভিযোগ জানিয়েছেন। ইতিমধ্যেই অ্যাসোসিয়েশন অফ মালয়ালম মুভি আর্টিস্টসের সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন অভিযুক্ত পরিচালক রঞ্জিত। রঞ্জিতের কোঝিকোড়ের বাড়িতে গিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন বিজেপি সমর্থকরা। সমস্ত বিষয়ের তদন্তের জন্য সিনিয়র নারী পুলিশদের নিয়ে বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করা হয়েছে।

কী করলে সরকারের ঘুম ভাঙবে, প্রশ্ন স্বস্তিকার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কলকাতার আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে আজ বেলা ৩টার দিকে শুরু হয় মহামিছিল। কলেজ স্কয়ার থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত মিছিলে যোগ দেন সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। বরাবরের মতো আজ যোগ দিয়েছিলেন ভারতীয় বাংলা সিনেমার অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখার্জি। মিছিলে গিয়ে স্বস্তিকা জানালেন' এই প্রতিবাদ থামবে না।

স্বস্তিকা মুখার্জি বলেন, 'সকলে নিজের নিজের মতো করে প্রতিবাদ করছেন। কিন্তু ঘটনার তদন্ত কতটা এগিয়েছে, তা এখনো আমরা জানি না। কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। সিবিআইয়ের তদন্ত কোন পথে চলছে, খবর আমাদের কাছে নেই। সরকারের তো একটা দায়বদ্ধতা আছে। নির্যাতিতার বাবা-মাকে জবাব দেওয়ারও তো একটা দায়বদ্ধতা আছে।'

আরজি কর কাণ্ড একজন ব্যক্তি ঘটিয়েছেন তা বিশ্বাস করেন না স্বস্তিকা মুখার্জি। সংশয় প্রকাশ করে এ অভিনেত্রী বলেন, 'প্রায় এক মাস হতে চলল। এমন একটা নির্মম ঘটনার কোনো সুরাহা হলো না। জনসাধারণকে বোকা ভেবে লাভ নেই। একটা মানুষকে দোষী হিসেবে সামনে আনা হচ্ছে, কিন্তু আমরা কেউ বিশ্বাস করি না, একা এত বড় কাণ্ড ঘটিয়েছে সে! সেটা অসম্ভব।'

এই হত্যাকাণ্ডকে 'আত্মহত্যা' বলে চালানোর চেষ্টা হয়েছে, দাবি করে স্বস্তিকা মুখার্জি বলেন, 'অনেক ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে। দেখা যাচ্ছে, মৃতদেহের পাশে রীতিমতো গোল বৈঠক করে পরিকল্পনা চলেছে। অকুস্থলে কোনো নিরাপত্তা নেই। মিথ্যা কথা বলে আত্মহত্যা বলে চালানোর চেষ্টা হয়েছে।'

'সাধারণ নাগরিক হিসেবে আর কী কী করতে পারি, যাতে সরকারের ঘুম ভাঙে, সেটাই দেখছি। নির্যাতিতার বাবা-মাও তাই চান।' বলেন স্বস্তিকা মুখার্জি।

প্রসঙ্গত, গত ৮ আগস্ট দিবাগত ভোররাত ৩-৬টার মধ্যে হাসপাতালে খুন করা হয় ওই তরুণী চিকিৎসককে। ধর্ষণের পর তাকে খুন করা হয়েছে। ওই তরুণীর গলার একটি হাড় ভাঙা। তাই প্রাথমিক ধারণা, গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে। শরীরে মোট দশ স্থানে ক্ষত পাওয়া গিয়েছে; লজ্জাস্থানে রক্ত ছিল।

অবশেষে এমবাপ্পের গোলের

'অভিষেক', জয়ে ফিরল রিয়াল

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : কাল মাঠে নামার আগেরিয়াল মাদ্রিদের হয়ে অভিষেকের পর তিন ম্যাচ খেলেছেন কিলিয়ান এমবাপ্পে ।তবে পাননি জালের দেখা। নতুন মৌসুমে রিয়ালের শুরুটাও ছিলে এমবাপ্পের মত হতাশার ।তিন ম্যাচে স্রেফ এক জয় ।তবে রিয়াল বেতিসের বিপক্ষে বিবর্ণতা ঝেড়ে ফেলে জোড়া গোলে আলো ছড়ালেন এই ফরাসি ফরোয়ার্ড ।জয়ের ধারায় ফিরল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরাও। সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে রোববার রাতে লিগ ম্যাচটি ২-০ গোলে জিতেছে কার্লো আনচেলত্তির দল।

প্রথমার্ধে বেশ কয়েকটি সুযোগ মিস করার পর ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে গোল দুটি করেন ২৫ বছর বয়সী এমবাপে ।৬তম মিনিট প্রথমট ছয় গজ দূর থেকে নিখুঁত শটে, দ্বিতীয়টি পেনাল্টি থেকে।

৪ ম্যাচে দুটি করে জয় ও ড্রয়ে ৮ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে উঠেছে রিয়াল। তাদের সমান পয়েন্ট নিয়ে গোল পার্থক্যে পিছিয়ে পরের দুটি স্থানে আতলেতিকো মাদ্রিদ ও ভিয়ারেয়াল।

একমাত্র দল হিসেবে আসরে প্রথম চার ম্যাচ জয়ী বার্সেলোনা ১২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে।

সাদা পোশাকে বিশ্রামে রশিদ

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : তিন ফরম্যাটেই দলের অন্যতম সেরা তারকা রশিদ। ২০২১ সালের মার্চের পর আর টেস্ট খেলেননি এই লেগ স্পিনার। এখন পর্যন্ত পাঁচ টেস্টের ৯ ইনিংসে ৩৪ উইকেট শিকার করেছেন রশিদ। বল হাতে চারবার নিয়েছেন ৫ উইকেট। এমন পারফরম্যান্স দেখে বোঝাই যাচ্ছে তার শূন্যতা ভোগাবে আফগান দলকে। ধারণা করা হচ্ছিল, আগামী সেপ্টেম্বরে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে একমাত্র টেস্ট দিয়ে এই সংস্করণে ফিরবেন রশিদ।

কিন্তু সেপ্টেম্বর দূরে থাক, নভেম্বরেও টেস্ট খেলার মতো অবস্থায় থাকবেন না এই তারকা লেগ স্পিনার। এমনকি ডিসেম্বরে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে দুটি টেস্টে তার খেলা নিয়েও সংশয় আছে। গতকাল আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (এসিবি) আরো অন্তত তিন মাস রশিদকে টেস্টে না পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

সম্প্রতি রশিদের টেস্ট দলে না থাকা নিয়ে ইএসপিএন ক্রিকইনফোর সঙ্গে কথা বলেছেন আফগানিস্তান দলের মিডিয়া ম্যানেজার নাসির খান। তিনি জানিয়েছেন, চোট থেকে পুরোপুরি সেরে ওঠার আগপর্যন্ত রশিদ টেস্ট না খেলতে পারবেন না। তবে সীমিত ওভারের ক্রিকেটে তার খেলতে কোনো বাধা নেই।

নাসির বলেছেন, 'সে (রাশিদ) আপাতত টেস্ট ক্রিকেট থেকে বিরতি নিয়েছে। অনেকদিন ধরে তার একটি চোটের সমস্যা রয়েছে। তাই চিকিৎসকরা আপাতত তাকে টেস্ট ক্রিকেট না খেলার পরামর্শ দিয়েছে।

রশিদের এই বিরতি কত দিনের? সেই বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু জানতে পারেননি তিনি। তার ভাষ্য, 'আমরা জানি না, তার অনুপস্থিতির মেয়াদ এক বছরের জন্য কিনা। এখন পর্যন্ত নিশ্চিত হলো, সে কিছু সময়ের জন্য বাইরে থাকবে, যতদিন না পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠে। এখনই বলতে পারব না, ঠিক কত দিনের জন্য সে বাইরে।'

হালান্ড-রাফিনহার হ্যাটট্রিকের রাত

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : দিনে দিনে আরো বেশী ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছেন ম্যানচেস্টার সিটির নওরেজিয়ান স্ট্রাইকার আরলিং হালান্ড। মাঠে হালান্ডের উপস্থিতি প্রতিপক্ষের রক্ষণভাগকে বাড়তি চাপে ফেলে দেয়। শনিবার ইংলিশ প্রিমিয়ার আরো একবার আরলিং হালান্ড যাদু দেখলো ম্যান সিটি সমর্থকরা। লন্ডন স্টেডিয়ামে আরলিং হালান্ডের হ্যাটট্রিকে ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেডকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে ম্যানচেস্টার সিটি। তার অসাধারণ নৈপুণ্যে লিগ শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে টানা তৃতীয় জয় তুলে নিল পেপ গার্দিওয়ালার দল। পর পর দুই ম্যাচেই হ্যাটট্রিক করলো ২৪ বছর বয়সী এই স্ট্রাইকার। আগের ম্যাচে তার হ্যাটট্রিকে ইপচউইচ টাউনকে ৪-১ গোলে হারিয়েছিলো ম্যান সিটি। খেলার ১০ মিনিটেই গোলের খাতা খোলেন আরলিং হালান্ড। তার গোলেই ১-০ তে লিড নেয় ম্যান সিটি। যদিও ১৯ মিনিটে রুবেন দিয়াজের আত্মঘাতি গোলে সমতায় ফেরে ওয়েস্ট হ্যাম। এরপর বাকি সময়টা শুধুই আরলিং হালান্ডের। প্রথমার্ধের ৩০ মিনিটে দ্বিতীয় গোলের পর হ্যাটট্রিক পূর্ন করেন খেলার ৮৩ মিনিটে। গত দুই আসরের গোল্ডেন বুট জয়ী হালান্ডের তিন ম্যাচে গোল ৭টি। সিটির জার্সিতে শুরু থেকেই গোলমেশিন হয়ে উঠেছেন তিনি। দলটির হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ১০২ ম্যাচে তার গোল হলো ৯৭টি। এরমধ্যে প্রিমিয়ার লিগে ৬৯ ম্যাচে ৭০টি ।ক্লাব ও জাতীয় দল মিলিয়ে ক্যারিয়ারে হলান্ডের হ্যাটট্রিক হয়েছে মোট ২৪টি। তার মধ্যে সিটির জার্সিতে ১১টি। হালান্ডের নৈপুণ্যে তার দল সিটিও দারুণ এক রেকর্ড গড়ল। প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে এখন দল হিসেবে সবচেয়ে বেশি হ্যাটট্রিকের মালিক ম্যানচেস্টার সিটি। এবারই প্রথম নয় টানা দুই ম্যাচে হ্যাটট্রিক তিনি আগেও করেছেন। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে টানা দুই ম্যাচে হ্যাটট্রিক দুই দফায় করা দ্বিতীয় ফুটবলার তিনি। আগে এই কীর্তি গড়েছিলেন কেবল হ্যারি কেইন। আট হ্যাটট্রিক নিয়ে প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে চতুর্থ সর্বোচ্চ হ্যাটট্রিক হালান্ডের। অথচ এখানে তার মাত্র তৃতীয় মৌসুমের শুরু হলো। সব মিলিয়ে সিটির জার্সিতে ১১ হ্যাটট্রিক হয়ে গেল তার। আগের ম্যাচের পরই হালান্ড বলেছিলেন, চোট ও ক্লান্তিমুক্ত থাকতে পারাতেই মৌসুমের শুরুটা এতটা ভালো হয়েছে তার। এই ম্যাচে হ্যাটট্রিকের পর স্কাই স্পোর্টসকে একই কথা বললেন তিনি। "খুব ভালো অনুভব করছি। প্রাণশক্তিতে ভরপুর মনে হচ্ছে। মৌসুম শেষে লম্বা ছুটি পেয়েছিলাম, প্রাক-মৌসুমেও লম্বা প্রস্তুতি নিতে পেরেছি। এখানে আসার পর সবকিছু খুব দ্রম্নত এগোচ্ছিল। এখন কিছুটা বিশ্রাম পেয়েছে আমার শরীর ও পা। এখন আমি আরও বেশি কিছুর জন্য তৈরি।" টানা তিন জয়ে ৯ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে সিটি। একই দিন প্রথম ম্যাচে ব্রাইটনের সঙ্গে ঘরের মাঠে ১-১ ড্র করেছে আর্সেনাল। এদিকে, স্প্যানিশ লা লিগায় রিয়াল ভায়াদোলিদকে গোল বন্যায় ভাসিয়েছে বার্সেলোনা। শনিবার ঘরের মাঠে ব্রাজিলিয়ান তারকা রাফিনহার হ্যাটট্রিকে রিয়াল ভায়াদোলিদের বিপক্ষে ৭-০ গোরের বড় জয় তুলে নিলো কাতালানরা। দারুণ এক হ্যাটট্রিক উপহার দিলেন রাফিনহা। ক্যারিয়ারে এই প্রথম হ্যাটট্রিকের স্বাদ পেলেন ২৭ বছর বয়সী এই ফুটবলার। লা লিগা শিরোপা পুনরুদ্ধারের অভিযানে শতভাগ জয়ের ধারা ধরে রাখল কাতালান দলটি। প্রথমার্ধে তিন গোল করে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া বার্সেলোনা বিরতির পর জালের দেখা পায় আরও চারবার। রাফিনহার তিনটি ছাড়া একটি করে গোল করেন রবার্তো লেভানদোভস্কি, জুল কুন্দে, দানি ওলমো ও ফেরান তোরেস। ওলমোর দুটি ও লেভানদোভস্কির একটি শট পোস্টে বাধা না পেলে ব্যবধান হতে পারত আরও বড়। আসরে প্রথম চার ম্যাচেই জিতল হান্সি ফ্লিকের দল। আগের তিন ম্যাচেই জিতেছিল ন্যূনতম ব্যবধানে। এবার পরিপূর্ণ পারফরম্যান্স মেলে ধরে বড় জয় পেল তারা। গোল না পেলেও ম্যাচ জুড়ে দারুণ খেলেন লামিনে ইয়ামাল। দুটি গোলে অবদান রাখেন ১৭ বছর বয়সী এই উইঙ্গার। দলের প্রথম চার ম্যাচেই অন্তত একটি গোল কিংবা অ্যাসিস্ট করলেন তিনি। ৪ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে বার্সেলোনা। তাদের চেয়ে এক ম্যাচ কম খেলে ৭ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে ভিয়ারিয়াল। ৪ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে ১২ নম্বরে আছে ভায়াদোলিদ। জার্মান বুন্দেস লিগায় ভাগ্যের কাছে হেরে গেছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন বায়ার লেভারকুজেন। দুই গোলে এগিয়ে থেকেও শেস পর্যন্ত ম্যাচ জিততে পারেনি তারা। শনিবার ঘরের মাঠে লিপজিগের কাছে ৩-২ গোলে হেরেছে বায়ার লেভারকুজেন। দুই গোলে এগিয়ে গিয়েও ম্যাচ জিততে পারল না গত আসরের চ্যাম্পিয়নরা। তাদের অপ্রতিরোধ্য পথচলায় ইতি টেনে অসাধারণ জয়ের স্বাদ পেল লিপজিগ। জার্মান লিগে জাবি আলোন্সোর দলের ৩৫ ম্যাচের অপরাজেয় যাত্রা শেষ হয়ে গেল এই পরাজয়ে। বুন্দেসলিগার ৪৬২ দিনের মধ্যে প্রথম ম্যাচ হারল আলোন্সোর দল। গত মৌসুমে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হওয়া দলটি সবশেষ হেরেছিল ২০২২-২৩ মৌসুমের শেষ দিনে বোচমের কাছে। এই ম্যাচে হার এড়াতে পারলে অপরাজেয় পথচলায় হামবুর্গকে স্পর্শ করতে পারত লেভারকুজেন। ১৯৮২-৮৩ মৌসুমে টানা ৩৬ ম্যাচ হারেনি হামবুর্গ। বুন্দেসলিগায় টানা ম্যাচ না হারার রেকর্ড গড়তে অবশ্য আরও অনেক দূর যেতে হতো তাদেরকে। পেপ গার্দিওয়ালার বায়ার্ন মিউনিখ ২০১২ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত অপরাজিত ছিল টানা ৫৩ ম্যাচে। গত মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা ৫১ ম্যাচে অপরাজিত থাকার রেকর্ড গড়া লেভারকুজেন বড় ব্যবধানে হেরে গিয়েছিল উয়েফা কাপের ফাইনালে আটালান্টার কাছে। এবার বুন্দেসলিগার শুরুর দিকে হোঁচট খেল তারা। সেইসাথে লাইপজিগ এই নিয়ে টানা ১৩ ম্যাচে অপরাজিত থাকলো।

লিভারপুল ছাড়ছেন সালাহ?

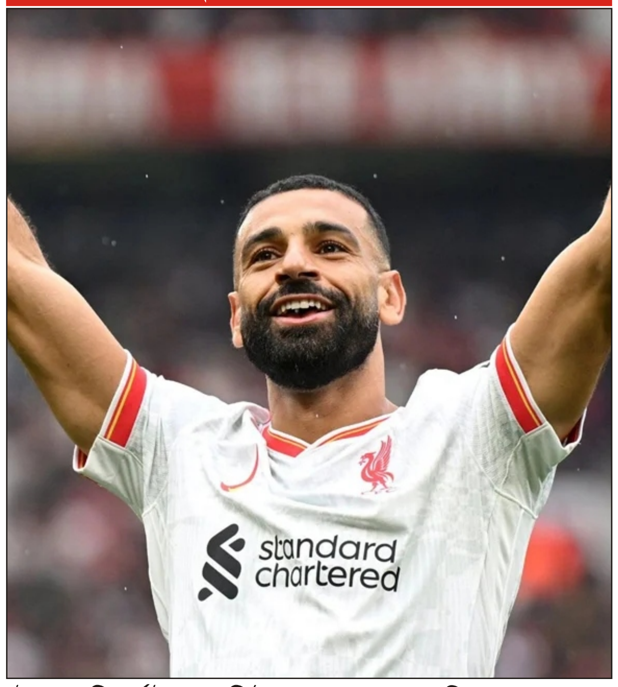

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : মোহাম্মদ সালাহ জানালেন এ মৌসুম শেষেই তিনি লিভারপুল অধ্যায়ের ইতি টানতে চলেছেন।

২০১৭ সালে লিভারপুলে যোগ দেন এই মিশরীয় ফুটবলার। করেছেন ২১৪ গোল। সালাহ স্কাই স্পোর্টসকে বলেছেন 'গ্রীষ্মটা ভালোই কেটেছে, যেহেতু ক্লাবে আমার এটাই শেষ বছর তাই চেষ্টা করব বাকিটা সময়ও ইতিবাচক থাকার'।

৩২ বছর বয়সী সালাহর সঙ্গে লিভারপুলের চুক্তির মেয়াদ ফুরাবে এ মৌসুম শেষেই। সেই মেয়াদ বাড়ানো নিয়ে কোনো আলোচনা এখনো হয়নি সালাহ ও লিভারপুল কর্তৃপক্ষের। কোথায় যাবেন তা অবশ্য এখনো জানাননি সালাহ, 'আমি সময়টা উপভোগ করতে চাইছি। এ (লিভারপুল ছাড়া) নিয়ে ভাবতে চাচ্ছি না। দেখি আগামী বছর কী হয়।'

২০২২ সালে বার্ষিক প্রায় ২.৪ কোটি ডলারে লিভারপুলের সঙ্গে তিন বছরের চুক্তি করেন সালাহ। ২০২০ সালে প্রিমিয়ার লিগ যুগে লিভারপুলকে প্রথম লিগ শিরোপা এনে দিতে বড় ভূমিকাই রেখেছিলেন সালাহ।

টেস্ট ক্রিকেটেও

ইংল্যান্ড দলের সঙ্গে ফ্লিনটফ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : প্রায় এক বছর ধরে রঙিন পোশাকে ইংল্যান্ডের কোচিং প্যানেলে আছেন অ্যান্ড্রু ফ্লিনটফ। এবার টেস্ট ক্রিকেটেও জাতীয় দলের সঙ্গে কাজ করবেন দেশটির সাবেক অলরাউন্ডার। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে তৃতীয় টেস্টে ব্যাটিং কোচ হিসেবে দেখা যাবে তাকে।

টেস্ট দলের নিয়মিত ব্যাটিং কোচ মার্কাস ট্রেসকোথিক বিশ্রামে যাওয়ায় এই দায়িত্ব পেয়েছেন ফ্লিনটফ। আপাতত শুধু এক ম্যাচের জন্য টেস্ট ব্যাটসম্যানদের সঙ্গে কাজ করবেন ৪৬ বছর বয়সী পেস অলরাউন্ডার।

গত মাসে ইংল্যান্ডের সাদা বলের প্রধান কোচ ম্যাথু মটস পদত্যাগ করার পর অন্তর্বর্তীকালীন প্রধান কোচ হিসেবে দায়িত্ব পান ট্রেসকোথিক। আগামী মাসে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজ দিয়ে শুরু হবে তার কাজ। আসছে সিরিজে যোগ দেওয়ার আগে বিশ্রামে গেছেন ইংল্যান্ডের টেস্ট দলের এই ব্যাটিং কোচ। ওভালে শুরু হতে যাওয়া শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে শেষ টেস্টের জন্য ব্যাটিং কোচের দায়িত্ব পালন করবেন ফ্লিনটফ।

আগামী বুধবার দলের সঙ্গে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে তার। শেষ ম্যাচের আগে তার সঙ্গে দুই দিন অনুশীলনের সুযোগ পাবে ইংল্যান্ডের ব্যাটসম্যানরা। আর দ্বিতীয় টেস্ট শেষ করে বিশ্রামে যাবেন ট্রেসকোথিক।

সম্প্রতি দা হান্ড্রেড টুর্নামেন্টে প্রধান কোচ হিসেবে কাজ করেন ফ্লিনটফ। তবে খুব একটা সফল হতে পারেননি। এছাড়া সবশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপসহ প্রায় এক বছর ধরে ইংল্যান্ডের সাদা বলের কোচিং প্যানেলে আছেন তিনি।

পিসিবির নির্বাচক হওয়ার

প্রস্তাব ফিরিয়েছেন শোয়েব মালিক

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) পক্ষ থেকে বড় প্রস্তাব পেয়েছিলেন শোয়েব মালিক। কিন্তু সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন এই অলরাউন্ডার।

লোভোনীয় এমন প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়ার কারণটাও জানিয়েছেন ৪২ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার। পাকিস্তানের হয়ে আর খেলার ইচ্ছা নেই বলেও গণমাধ্যমকে সম্প্রতি জানিয়েছেন তিনি।

'২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরুর আগেই পিসিবির কাছ থেকে প্রস্তাব পেয়েছিলাম, তখন কোনও প্রধান নির্বাচক ছিল না। কমিটির সকলেরই ক্ষমতা ছিল সমান। আমি সেই সময় ক্রিকেট খেলছিলাম। ক্রিকেট খেলাকালীন কিভাবে আমি নির্বাচক হতে পারি? এটার কোনও মানেই হয় না, যখন তুমি নিজে ক্রিকেট খেলছ আবার ক্রিকেটারদেরও নির্বাচন করছ। আমি এই মূহূর্তে শুধু একটা ফরম্যাটেই খেলছি, আমি ঘরোয়া ক্রিকেট খেলা চালিয়ে যাব। সেখানে আমি খেলতে পারব, আর যুব ক্রিকেটারদের সঙ্গে আমার অভিজ্ঞতাও ভাগ করে নিতে পারব।'

টেস্ট ও ওয়ানডে থেকে আনুষ্ঠানিক বিদায় নিলেও বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে টি-টোয়েন্টি খেলছেন মালিক। নিজের প্রসঙ্গে আবারও কথা বলেন তিনি।

'আমি আগেই বলেছি পাকিস্তান দলের হয়ে খেলার জন্য আমার আর ইচ্ছা নেই। আমি টেস্ট আর ওয়ানডে থেকে আগেই অবসর নিয়েছি। পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি দলের সদস্য হওয়ার কোনও ইচ্ছাই আমার নেই। ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলা চালিয়ে যাচ্ছি। তবে কয়েকটা লিগকে আমি ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছি যে খুব বেশিদিন আর আমায় পাওয়া যাবে না। আমি অবসর নিয়ে একটা কথা বলতে পারি, একেবারেই খেলা আমি ছাড়ব।'

দেশের হয়ে ৩৫টি টেস্ট, ২৮৭টি ওয়ানডে ও ১২৪টি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন এই পাক তারকা।

■ স্বত্বাধিতকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR